বেড়ানো

মুড়াপাড়া জমিদার বাড়ি

● লেখা ও ছবি : **কুহক মাহমুদ**

ভালবাসা ঝড়ের ঝাপটায় কত ভেঙে যায় হাড়ের ঘর; বাস্তুঘুঘুর ভিটেতে চাষ করা ছানাপোনা, কাঠবিছালি আর খড়, তবু কোথাও ঠিকই ছাপ রেখে যায় আলতা মেদুর নীলাম্বরী; দারুণ শ্বেতাঙ্গ দুধের সর– এ বাংলা আমাদেরই ঘর, শুধু দেখা হয় না ঘর থেকে দুই পা ফেলিয়া। ভাদ্রের তাল পাকা গরম আর মাঝে মধ্যে বৃষ্টির কথকতায় মুখর দিনে একটু ঢাকার বাইরে থেকে ঘুরে আসা যায় যে কোনো ছুটির দিনে। একা কিংবা বন্ধু-বান্ধবসহ কিংবা পরিবার-পরিজন নিয়ে 'মুড়াপাড়া জমিদার বাড়ি'।

প্রাচীন এ প্রাসাদটি বেশ আকর্ষণীয়। প্রায় ৯৫টি কক্ষ সংবলিত এ প্রাসাদ অতিথিশালা, নাচঘর, পূজামণ্ডপ, কাছারিঘর, আস্তাবলসহ আরো বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত। জানা যায়, জমিদার রামরতন ব্যানার্জি এর নির্মাণ শুরু করেছিলেন ১৮৮৯ সালে। ১৮৯৯ সালে তার ছেলে বিজয় চন্দ্র এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন। মুড়াপাড়া রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দ্বারাই এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রামরতন ব্যানার্জি নাটোর এস্টেট কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পান একটি উচ্চ অবস্থান থেকে, তা হলো সত্যবাদিতা ও সততার বড় বৈশিষ্ট্যে। এরই এক উৎস থেকে এ প্রাসাদটি নির্মাণ করেন কিন্তু অন্যান্য উৎসে তিনি শুধু গঠন বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করেন। অনেকেই বলেন রামরতন ব্যানার্জির একটা পুরনো প্রথাগত বিশ্রামঘর এবং ১৮৮৯ সালে পুরনো এই প্রাসাদটির পেছনে নতুন প্রাসাদ তৈরি করেন ১৯০৯ সালে। যারা ছিলেন প্রতাপ চন্দ্র ব্যানার্জির বংশধর। পরে জগদীশ চন্দ্র ব্যানার্জি এর গঠন সম্পন্ন করেন এবং একজন বাড়িওয়ালা হয়ে ওঠেন। তিনি দুইবার দিল্লি রাজ্য কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। কারণ জগদীশ চন্দ্র ব্যানার্জি খুব বিখ্যাত ছিলেন। বাড়িওয়ালা জগদীশ চন্দ্র ব্যানার্জি তার সীমানার মধ্যে ভাড়াটেদের জন্য অনেক কিছু প্রতিষ্ঠিত করেন কিন্তু অন্যদিকে তার ভাড়াটেদের প্রতি যথেষ্ট সদয় ছিলেন না। ১৯৪৭ সালে জগদীশ চন্দ্র ব্যানার্জি কলকাতা চলে যান। বর্তমানে এটি মুড়াপাড়া ডিগ্রি কলেজ হিসেবেই পরিচিত।

জমিদার বাড়ির সামনেই রয়েছে বিশাল আকৃতির দৃষ্টিনন্দন ঘাটলা সমৃদ্ধ পুকুর। এরপর খোলা চাতালটি, যা একদম মেইন রোড ঘেঁষা। আছে আমবাগান, আয়তনে তা কয়েক বিঘা হবে। এখানেই পুরো শীতের সময়টাতে চলে বিভিন্ন পিকনিক দলের হৈ-হুল্লোড়। মেইন রোড লাগোয়া ছোট্ট মন্দিরটিতে এখন আর পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠানাদি তেমন সাড়ম্বরে পালিত হয় না। মেইন রোড পার হয়ে পশ্চিমেই বয়ে চলেছে শীতলক্ষ্যা নদী। সে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। নদীটির ওপারেই আছে বেনারসি পল্লী নওয়াপাড়া। যে কেউ তাও ভ্রমণ করতে পারেন। জিরো পয়েন্ট বা গুলিস্তান থেকে যাত্রাবাড়ী হয়ে নতুন ডেমরা ব্রিজ পার হয়ে যে রোড চলে গেছে সিলেট অভিমুখে, সে রোড ধরে রূপসী (গ্রাম) নামক বাসস্ট্যান্ডকে হাতের বাঁয়ে রেখে পাঁচ কিলো সামনে এগোলেই নারায়ণগঞ্জের এ প্রাসাদটির দেখা পাওয়া যাবে। কেউ ইচ্ছে করলে ডেমরা ঘাট দিয়ে নৌ-পথে মুড়াপাড়া যেতে পারেন। ■